কবি মোহাম্মদ রফিক এর সাথে কথোপকথন

চাঁদ আর বালু আর চাঁদ ধূ - ধূ উড়ানির ওড়ে চর
মিথ্যে তেপান্তরে ঘোরে শাপগ্রস্ত ডালিম কুমার

তাক ডুমাডুম বাজে ঢোল হা-হা অট্টহাসে ভেঙে খান্ খান্ খান্
বিকীর্ণ জখম শিল্প ময় আবাদ উষর

রূপকথা আর বাস্তব বারবার জায়গা বদল করে নেয় । রূপকথার চরিত্র বা অনুষঙ্গ গুলোর সঙ্গে জড়ানো থাকে বাংলাদেশের গন্ধস্পর্শ — ক্ষুধা কাতর মেয়েটির লজ্জাবনত চোখ, খড়ের নাড়ার লেপা গোবরের ঘ্রাণ, বেড়ালের গায়ে লেগে উল্টে যাওয়া 'ভাতের সালুন' গ্রাম-থানা সহ স্বদেশের ঠিকানা । মিশে থাকে বাংলাদেশের রোদ, জল , বৃষ্টি, কাদা, মাটি, ডাঙ্গা ও নদী, খালেকের বউ, আমেনার মা, ফাতেমার বাপ । চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে আজকের 'কাদা মাখা মানুষের দুরন্ত স্বদেশ'।

কিছুই দেখিনি আমি আমার দেশের
কিছুই জানিনি আমি বিশাল বিশ্বের
শুধু কোনো নম্র হাত আমার প্রণয়
শুধু কোনো নম্র স্বর আমার হৃদয়

প্রথম কবিতা গ্রন্থ বৈশাখী পূর্ণিমা (১৯৭০) দিয়ে যার শু এভাবে মাঝপথে ধূলোর সংসারে এই মাটি (১৯৭২), কীর্তিনাশা (১৯৭৯), কপিলা(১৯৮৩), স্বদেশী নিশ্বাস তুমিময় (১৯৮৮) মেঘে এবং কাদায় (১৯৯১) এর ফাঁকে গাওদিয়া (১৯৮৬), খোলা কবিতা (১৯৮৪) , রূপকথা (১৯৮৪), উপকথা (১৯৮৫) এবং সবশেষে মৎস্যগন্ধা(১৯৯৯)— এ দীর্ঘ কাব্যযাত্রা মহাকালের মতো মোহম্মাদ রফিক মানবিক অস্তিত্বের সব জয়-পরাজয়কে ধারণ করে রাখেন । তার কবিতার শব্দ, উপমা, বাক-প্রকরণ ইত্যাদির পেছনে কাজ করে বৈষ্ণব কবিতার ভাষিক রীতি, মঙ্গল কাব্য, গীতিকবিতা। সাথে তার জটিল ভাবনা ও অস্থির আবেগে — সেও যেন যথেষ্ট নয় । বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক উপন্যাসের অভিজ্ঞতা বা চরিত্রও সে পুরাণ-কাঠামোর অর্ন্তগত হয়ে যায় ।

জীবন জীবিকায় বারবার ক্ষতাক্ত এই কবি । ষাটের আইয়ুবী মার্শাল 'ল-র নির্মম নিষ্পেষন, এরশাদী সামরিক রক্তচক্ষুর হুমকি কিছুই দমাতে পারেনি তাকে । সে সময়কে এভাবেই তুলে আনতে দেখি —

সারা বিষুণ্পুর জুড়ে ঢোঁড়াগুলি ওত পেতে থাকে,
শকুন ঝাপটায় ডানা হঠাৎ রাত্রিস্বরে ছিঁড়ে খুড়ে অন্ধকার খস খস শব্দে ।

এই হচ্ছেন কবি মোহম্মাদ রফিক । যার কবিতায় দুহাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায় বাংলাদেশ—তার আন্দোলিত প্রকৃতিকে, তার ভৌগোলিক নন্দনকে, তার লাঞ্ছিত একরোখা মানুষকে । সে থেকেই গড়ে ওঠে জীবনের জয়-পরাজয়ের গাঁথা । তারই ভেতর কত অনু-পরমাণু, কত জট, কত আলো - ছায়ার সম্পাত । সজীব প্রকৃতি ও সক্রিয় মানুষের নিরন্তর আসা যাওয়া।

আর এ সব নিয়েই তার কবিতা । তার কবিতা পড়া । সে কবিতা আবিষ্কারে মধ্য দিয়েই বাংলাদেশেরও আবিষ্কার।
কবিকে কাছ থেকে দেখতে, তার মুখ থেকে আরও অন্য কিছু জানতে গত জানুয়ারী/৯৯ এ ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে তাঁর বাসভবনে মুখোমুখি হয়েছিলাম আমি মানসী, কীর্ত্তনীয়া, বাংলাদেশের তণ কবি শামীমুল হক শামীম ও সৈয়দ শরীফ ।

মানসীঃ আপনার কবিতায় আঞ্চলিক ও লোকজ শব্দের ব্যবহার প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে, এই লোকজ শব্দের সঙ্গে নাগরিক শব্দের মিশেল দেখি, শব্দের এই যে মিশেল, এর মূল বা পদাবলীর মানে, এই যোগসূত্র .....

রফিক ঃ মানে, আমি ঠিক কি করে বলবো যে কি করে হলো এর মধ্যে কিছুটা সচেতনতা কাজ করেছে, কিছুটা অসচেতনাতা কাজ করেছে । যে আমি যেভাবে বেড়ে উঠেছি, মানুষের সাথে মিশেছি এর ভেতর থেকে আমি যে শব্দ গুলো নিচ্ছি, আবার এটাও ঠিক যখন আমি বাংলায় কবিতা লিখছি তখন বাংলা কবিতার যে ঐতিহ্য, বাংলা কবিতার যে ধারা - কবিতা পাঠের একটা অভিজ্ঞতা বা প্রভাব তো আছেই ।এবং ওটাতো আমার ঐতিহ্য, ওখান থেকেই তো আমি এসেছি ।আমি যেমন আমার জগৎ থেকে এসেছি ওটাও আমার জগৎ ।সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক মনে হয়েছে যে এটাতে একটা মিশ্রণ ঘটেছে ।তা আমিতো একেক সময় বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেছি ।অবহমান সংস্কৃতি, তার ভাষা আমার কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে ।বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেছি ।এগুলোই আম ার কবিতায় এসেছে ।সাথে সাথে বিপুল বিশ্বের একটা ব্যাপার তো রয়েছেই ।একই সাথে বিশ্বের কোথায় কি ঘটেছে , পৃথিবীর কবিতা, সবকিছু মিলিয়ে আমি তৈরি হয়েছি। এই তৈরি হওয়াটাই আমার ধারনা, আমার ভেতরে ধরা পড়েছে যেভাবে সেখানে বিভিন্ন শব্দ, শব্দের অনুষঙ্গ ব্যবহার আসাই স্বাভাবিক আমার ধারনা, আমার কবিতায় শব্দগুলো সেভাবেই এসেছে ।হয়ত কিছুটা সচেতন ভাবে করেছি ।কিছুটা এমনি এমনি এসে গেছে যেমন আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে প্রক্রিয়ায় কাজ করি ঠিক একই প্রক্রিয়ায় এগুলো আমার কবিতায় কাজ করেছে ।

মানসীঃ 'কপিলা ' তে যে বাকপ্রতিমা ও রূপ কল্পনির্মাণ করেছেন এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে চাই ।
রফিক ঃ এখানে..... এটা একটা মজার প্রশ্ন ।আমি কপিলার আগেই লিখেছি কীর্তিনাশা, তো দেখবেন যে কীর্তিনাশ লেখার সময় আ মি সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছি ।আমি প্রায় বাংলাদেশটাই ঘুরে বেড়িয়েছি ।প্রত্যেকটা গ্রাম ঘুরেছি ।

শামীম ঃ এই ঘোরটা কি কারণে ?

রফিক ঃ হ্যাঁ- এটাকে বলতে পারেন হৃদয়ের টানে ।এটা শুধু লেখালেখি করার জন্য ঘুরেছি বা রাজনীতি করার জন্য ঘুরেছি তা নয়। আর ছেলেবেলা থেকে আমি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলাম। যুক্ত ছিলাম মানে ভীষনভাবে ছিলাম ।

তো - সেটাও কারণ নয়, কারণ হলো যে— আমি যখন কীর্তিনাশা লিখছি তখন থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আর সরাসরি র াজনীতির সাথে যুক্ত হবো না ।রাজনীতি চেতনা আমার থাকবে ।তবে আমি আর রাজনীতিতে এভাবে থাকবো না ।

মানসীঃ এর পেছনে কি কোন কারণ আছে ?

রফিক ঃ কারণ অবশ্য আছে। কারণ এক পর্যায়ে বেয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে, রাজনীতি আমরা করি মানুষের জন্য সেই র াজনীতি মানুষের মুখ মানুষের কাছ থেকে আড়াল করে দেয় ।সুতারাং এক ধরনের অমানবিকতা আছে রাজনীতিতে যেটা সত্যি আমি সহ্য করতে পারিনি ।তো আমি ঐ সময়টাই লেখার জন্য, যদিও আমি কি লিখবো সে সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারনা ছিলো না তবে সে সময়ে আমি প্রচুর ঘুরেছি ।তো ঘুরতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি দুটো বিষয় বাঙালির জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে ।একটা নদী আরেকটা পথ ।পথটা উত্তর বাংলা বা বাংলাদেশের বা পশ্চিম বঙ্গের, দেখবেন যে পথের ভূমিকা আছে ।যে পথের পাশে মানুষ বসব াস করে ।যে পথে হাটবাজার ।আমি দক্ষিণ বাংলার ছেলে, নৌকায় - নদীতে ঘুরেছি অনেক দিন ।ছেলেবেলায় আমি নৌকা ভাড়া করে ওখানেই থাকতাম, এখানেই খেতাম ।আমি দেখেছি সমস্ত বাংলাদেশের মানুষের জীবন, এই জল নদী এবং তার ভাঙ্গন। এসব একদম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ।তো আমার তখন ভেতর থেকেই এটাকে তুলে আনার ইচ্ছা জাগে, এবং আমি তখন কীর্তিনাশায় লিখেছিলাম সেটি।তবে আগে আমার যে লেখার ভুলটুল ছিলো আমার মনে হয় যে আমার লেখায় তা ধরা পড়েছে 'ধুলোর সংস ারে এই মাটি থেকে' ।সেখানে খেয়াল করলে দেখবেন— সেখানে মাঝি, নৌকা ইত্যাদি আছে ।এবং কীর্তিনাশায় এসে এটি একটি বড় প্রেক্ষাপট পেয়েছে ।এবং সেখান থেকে কীর্তিনাশা লেখার পর আমি একটু অতৃপ্তিতে ভুগেছি। অতৃপ্তিটা হলো—বাংলা কবিতার যে ধরণ মাইকেল থেকে শু হয়েছে, যে অক্ষর বৃত্তের চল কীর্তিনাশার কবিতাও , মোটামুটি ঐ চলের ভেতরই। আধুনিক বাংলা কবিতা যেটা মাইকেল থেকে শু হয়ে এযাবৎ চলছে সেখানে যে ব্যতিক্রম নেই আমি তা বলবো না। কিন্তু টো প্রধান স্রোত নয় ।আমি প্রধান স্রে াতের কথা বলছি ।যে, সেখানে উপনেবেশিক যে যুগ সেসময় বাংলা কবিতা, যে ভাষায় কবিতা লেখা হতো এবং ভাষার যে নির্মাণ

যেমন— অক্ষর বৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, তো এটা কি করেছে , আমার তখন মনে হয়েছে যে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা শব্দ প্রকরণ এবং সমস্তটা মিলিয়ে একটা সঙ্গীত প্রকরণ তৈরি করা যায় কিনা । যেটা পুরোটাকে ধারণ করতে পারবে। এবং আপনি দেখবেন যে 'কপিলা' এই ধরনের একটা প্রকাশ । কপিলায় আপনি দেখবেন বাংলার এমনটি শাঁওতালদের গ্রামের থেকে শু করে সমস্ত- ই - গুলোই ব্যবহ ার করা হয়েছে । এবং এগুলো কোনটাই আলাদা কবিতা নয় । আমার চেষ্টা ছিলো সমস্ত প্রকরণ মিলিয়ে একটা বাংলা কবিতায় সাঙ্গ ীতিক ঐতিহ্য ধরা এবং আপনি দেখবেন যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে মধ্যযুগের কবিদের কাছ থেকে ভাষা তুলে নিয়ে এসেছি । আবার, ঐ ভাষ াতো আমার জানা ছিলো না । আবার দেখবেন লোক ঐতিহ্য পূর্ণ যে ভাষা আপনি তা ধরিয়ে দিতে পারবেন, কোনটা হাছন বাজার, কোনটা লালন। এবং আমি তা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছি, যে আমি এর সবটুকু মিলিয়ে, বাংলা কবিতার ভাষার যে কাব্য ভাষা তার একটা আলাদা ভাষা তৈরি করা যায় কিনা..... আমি জানিনা । এটা কেমন দাঁড়িয়েছে

আমার মনে হয় যে সেটি আমার ছিল। এবং এখনো আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ওটি ঠিক ছিল না । এটা আমি না পারি আগামীতে ক ারোর এটা করা উচিৎ । যেমন দেখবেন, আধুনিক কবিতায় আমার কাছে একটা সমস্যা মনে হয়েছে। যেমন ধন যে আমরা ইঙ্গিতের কথা বলি, আধুনিক কবিতায় দুর্বোধ্যতার কথা বলি, আমরা এগুলোর পক্ষের যুক্তি খাড়া করি, যে আধুনিক মানুষ আলাদা হয়ে গেছে। তমুক হয়ে গেছে । এগুলোর সব জেনে নিয়েও আপনি দেখবেন যে আমরা আবার আলাদা হচ্ছি । স্পেনের লোক আলাদা হচ্ছে । ফরাসী লোকও আলাদা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালির যে বিরাট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, আমি বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বলতে ভাটিয়ালি ভাওয়াইয়া সব ধরনের কথাই বলছি । কিন্তু ধন আমি সাংস্কৃতিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে একজন বিদেশীর কথা বলতে পারি। যেমন ধন আমি লোরকার কথা বলতে পারি। স্পেনে, তাদের লোক গানকে গ্রামের ওপর আশ্রয় করে তার কবিতা লেখ ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতির এই যে বিষয় গুলো আপনি বাংলা কবিতায় এভাবে দেখতে পারবেন না যে এটাতে বাংলার আবহমানকালকে ধারণ করা হয়েছে । কিন্তু আধুনিকতা তো আসলে আমার সংস্কৃতি থেকে উঠে আসবে । কিন্তু আমাদের সেটা অ াসেনি। এখানে একটা ফাঁক রয়ে গেছে ।

শরীফ ঃ মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমাদের আধুনিক কবিতায় ওভাবে টোটাল বাংলাদেশ উঠে আসেনি ।

রফিক ঃ টোটাল বাঙালি, মানে সব মিলিয়ে, তার প্রকৃতি, তার ধ্বংস নির্মাণ সব মিলিয়ে উঠে আসেনি। এটাই আমি বলতে চাচ্ছি। যেমন এটা একটা মজার এবং এটা আমি ..... মানে বলতে চাচ্ছি যে, বাঙালি জীবনের সবচেয়ে প্রধান দিক, এটা খুব স্বাভাবিক যে অ ামার কবিতায় এগুলোর মিশ্রণ ঘটেছে। আমিতো বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করি। এটা হচ্ছে আমার জায়গা । আমার দেশ । সাথে স াথে বিপুল বিশ্ব এটার একটা পরিচিতি আছে । যে, পৃথিবীতে কি ঘটছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সংস্কৃতি, তার ইতিহাস, এই দুইয়ের মিলনেই আমি তৈরি হয়েছি । আপনি দেখবেন যে, 'কপিলার' সমস্ত বাক্য প্রকরণ মিশিয়ে একটা টোটাল ভাষা আনা যায় কিনা । যেমন ধন— লোরকা, তাদের লোক মনোবলকে গানের ওপর আশ্রয় করে একটা সামগ্রিক কাব্য ধারা সৃষ্টি করেছে । আমরা কিন্তু কখনোই সে চেষ্টা করিনি । বাংলা কবিতা আমাদের বাংলা সংস্কৃতির ভেতরের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। আপনি কবিতা পড়ে বলতে প ারবেন না যে এটা আমার সংস্কৃতিকে ধারণ করেছে। কিন্তু আধুনিকতা তো আমার সংস্কৃতি থেকে উঠে আসেনি । কিন্তু আমাদের কবিতা ? কবিতায় সে বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না এখন ।

একটি মজার বিষয় যেটা আমি প্রায়ই ভাবি— তা হচ্ছে, বাঙ্গালি জীবনের প্রধান দিক হলো অনাহার।

মানসীঃ অনাহার ?

রফিকঃ হ্যাঁ, অনাহার। এই অনাহার ব্যাপারটা বাঙ্গালির জীবনে তীব্র ভাবে উঠে এসেছে। আরেকটি হলো পাত্র । বাঙ্গালির জীবনে যেটি ওতপ্রত জড়িত আছে । যেমন ধরা যাক গ। আমাদের গ দিয়ে হালচাষ হচ্ছে, গ দুধ দিচ্ছে । কোন একটা লেখা পাবেন না যেখ ানে

এর উল্লেখ নেই । হয়তো অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, মানে আমি বলতে চাচ্ছি এই যে, অনাহার - এমনকি পাত্রদের কষ্ট, এসব নিয়ে কে ানো লেখা তেমন করে উঠে আসেনি, এইটি কেন হয়েছে? এটাতো আমাকে খুঁজতে হবে । এটা হয়েছে এজন্যেই যে— আমরা যে অ াধুনিকতা নির্মাণ করতে গেছি সেটি আধুনিকতার সমস্ত সংস্কৃতিকে ধারণ করে না ।

মানসী ঃ 'কীর্তিনাশা', 'গাওদিয়া', 'কপিলা' আপনার এই তিনটি কাব্য গ্রন্থের নামে তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর জীবনালেখ্য আমরা দেখেছি। তো এই বিশেষ তিনটি নামে আপনার কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম রাখার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ কিছু কাজ করেছে কিনা ?

রফিক ঃ এখানে সে অর্থে কোনো কিছু কাজ করেনি। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। ব্যাপারটি হচ্ছে, আমি আপনারদের প্রথমেই বলছিলাম যে আমি মনে করি, বাংলা কবিতায় যদিও বাঙ্গালির সংস্কৃতিকে ধারণ করেনি, কিন্তু বাংলা উপন্যাসে, রফিক ব্যাপারে আপত্তি থাকতে পারে যে, পদাবলি থেকে ফর্ম নিয়েছে এগুলো সবই ঠিক। এগুলো মেনে নিয়েও বলতে হবে যে বাংলা উপন্যাস উঠে এসছে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প থেকে। মানে আমি বলতে চাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারা থেকে উঠে আমার কবিতা জীবনের কাছাকাছি এসেছে। আমি বলছিলাম যে সমস্ত বাঙ্গালির জীবনের কথা উঠে এসেছে তা- না । কিন্তু তার মনে হয় যে মানিকের উপন্যাসের মানুষের জীবনের আচার আচরন ইত্যাদি উঠে এসেছে। সে জন্যে আমি এটা খুব সহজ ভাবে মনে করি যে আমাদের জীবনে উপকথা আছে, রূপকথা আছে । কিন্তু যাকে আমরা বলি মীথ সে অর্থে কিন্তু বাঙ্গালির জীবনে কোন মীথ নেই। আমরা সেজন্যে মীথ বলতে গেলে মহভারতের কাছে যার, উপনিষদের কাছে যাব। এবং এগুলো আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। কিন্তু তারপরও আমরা মানবো যখন আমার কাছের 'কপিলা' যেমন আমার কাছের 'বেহুলা'যেমন আমার কাছের 'নদ্যের চাঁদ' যেমন আমার কাছের এরা অর্জন। কিন্তু, আমার যা উপলব্ধি, কথাটা হচ্ছে, এগুলো ঠিক আমার না । ওখানে কিন্তু কিছু আরোপ করতে হবে। তাই এরা বাঙ্গালির মীথ - না । কিন্তু এদেরকে বাঙ্গালির মীথের নায়ক আখ্যা দেওয়া যায় কিনা এটা ভাববার বিষয়, এবং আমি মনে করি পাঠককে এ চিন্তাটা করতে হবে। তা না হলে এ জায়গাটায় যেমন ধন এলিয়ট বিদেশী কবি, সে সহজ অর্থে মীথগুলিকে ব্যবহার করছেন। আমাদের সহজ ভাবে, সহজ অর্থে, মানে আমি বলতে চাচ্ছি স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারছিনা। সেক্ষেত্রে আমাদের মীথকে চিনে সেগুলো কবিতায় আনতে হবে। হ্যা, সে জন্যে আমার একটা খুব ইচছা ছিলো দেবদাসকে নিয়ে একটা কবিতা লেখা আমি বাঙ্গালিদের মধ্যে একটা দেবদাসের চরিত্র সবসময় দেখেছি। কিন্তু এটা হয়ে ওঠেনি যে কোন কারণেই । কিন্তু দেখবেন, এগুলো আমার মনে হয়েছে, যেমন দেখবেন শশী । সবকিছুই ছিলো মানিকের মধ্যে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে সবচে' বেশি। কিন্তু তারপরও শশীকে আমাদের চিনতে ভুল হবে না। এবং আমিতো প্রচুর সময় গ্রামে থেকেছি । গ্রামে থেকে দেখেছি। গ্রামের লোকদের আচার - আচরনে একধরনের এ্যাবসার্ডিটি আছে । হ্যা আমার গ্রামেই যে সমস্ত ইয়ে ছিলো আমি এদেরকে এখন মানে, এখন কেউ যদি বলে, যে মানিক এর কাছ থেকে এই ভাব ধার করেছে ওর কাছ থেকে স্টাইল নিয়েছে । এ বললে তো হবে না । এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে, লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে তার জীবনটাই এমন যে, তার গল্পের চরিত্ররা এ্যাবসার্ড হয়ে যায়। যেমন শশী, যে ডাক্তারী করছে, তার গ্রামে সে করতে পারছে না। গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে তার কাজের দুরত্ব তৈরী হয় । এতে করে সে একটা এ্যাবসার্ড থিং এ পরিনত হয়। শশী আমাদের জীবনের রূপকার। এটা নিয়ে একটা মজার কাহিনী বলি, আমি যখন আইওয়াতে ছিলাম ওখানকার একটা লোক ছিল, নাম বলফ হিউজ। তো হঠাৎ করে একদিন আলোচনায় বলতে বলতে বলে গেলো যে আমাদের কবিতা ভালো আবৃত্তি করা হয়, জনগণ মনে করে আমরা ততটা আধুনিক নই । আমি তখন তাকে বললাম— বালক, তোমার বয়স কম। তোমার জানার কথা নয়, এক, আর দ্বিতীয় কথা হলো তোমরা ভাবতে পছন্দ করো যে, বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা নেই। তুমি জানো না যে, মানিক কতটুকু আধুনিক ছিলো, তুমি জানো না পেতে একজন লেখক আছে, যাকে বলা হয় পের লেখকদের জনক— হোসে মারিও আগুইনাছ, খুব বিরাট মাপের লেখক। এটা খোদ ইউরোপের লোকেরা বলেছে, এবং তুমি জানো না — এগুলি তার আগে তার লেখায় ধরা পড়েছে ।

শামীম ঃ মানিকের লেখায় ?

রফিক ঃ না আগুইনাছের লেখায়। তিনি কখনো ইউরোপে আসেনি । এগুলো তার জীবন থেকে তার লেখায় উঠে এসেছে। তিনজনের মধ্যে আমি তাকে বেশি-ই-করি। তিনজন হলো— গুইনাস, মানিক, বিভূতিভূষন । বিভূতিভূষন, বাঙালি জীবন নিয়ে লিখলেন।

শরীফ ঃ আপনার লেখায় অপু তো কোন চরিত্র হয়ে এলো না ।

রফিক ঃ এটা বলা খুব মুশকিল । কেন যে লেখা হলো না । অপু চরিত্রের যে দিক সে বিষয়টি বাঙালির জীবনে মারাত্মক ভাবে আছে । তবে অপুর যে বেদনা সেটাও আছে ।

শরীফঃ এটা এমনও হতে পারে, যে পথের পাঁচালীতে নদী মৎস্য নেই । সেজন্য আপনাকে তা টানেনি, যেটা আপনার কবিতার প্রধান অনুসঙ্গ ।

রফিক ঃ এটা হতে পারে। হ্যাঁ একটা দিক এটা একটা কারণ হতে পারে। এটা তুমি ভালোই বলেছো।

মানসীঃ সম্প্রতি আপনার একটা কবিতা পড়লাম, জীবনানন্দের বনলতা সেন কোস্টারে চেপে ঢাকা আসছে কোন একটা জীবিকার খোঁজে ।

রফিক ঃ কোথায় আসছে ?

শরীফঃ ঢাকা ।

রফিকঃ আচ্ছা সেটা কি মৎস্যগন্ধাতে ?

রফিকঃ হ্যাঁ, মৎস্যগন্ধাতে ।

রফিকঃ কোস্টারে চেপে সে রাজশাহী যাচ্ছে ।

শামীম ঃ এখানে একটি বিষয় আছে । যে বনলতা সেন আমাদের মানসপটে আঁকা আছে, সে বনলতা সেনকে আপনি কোস্টারে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন চাকুরী ধরাতে, এটা কেমন করে হয়। মানে আমি বলতে চাচ্ছি— যে বনলতা আমাদের স্থান-কাল-চেতনার প্রান্ত ছাড়িয়ে সর্বব্যাপী ছিলো, যে ছিলো না কোন টাইম স্পেসের আবদ্ধে সীমাবদ্ধ, তাকে আপনি.....

মানসীঃ তাকে কেন বাহিরমূখী করলেন?

রফিক ঃ এটা খুবই স্বাভাবিক । একটা জিনিস আমরা ভূলে যাই। তোমাদের বলা হয়। ক্লাসে বলা হয়েছে । আপনাদের (মানসীকে) ওখানে আপনাদেরকেও বলা হয়েছে যেন পেত্রার্ক-এর সনেট আর এইটা হচ্ছে শেকসপীয়রের সনেট ভাবখানা এমন, যেন পেত্রার্ক নিজে থেকে সনেটের এই ইয়ে দাঁড় করিয়েছে । আরেকজন মহা - লেখক শেক্সপীয়র এই সনেটের ধারণা তৈরী করেছে । আসলে আমরা ভাবিনি যে, শেক্সপীয়রের জন্য পেত্র্রাকের সনেট লেখা সম্ভব ছিল না, কারন আমি বলতে চাচ্ছি, সময়ের দুরত্ব হয়ে গেছে, জীবনের দাবী চলে এসেছে । সে দাবীর কারণেই এবং সমস্ত জীবনের শ্রমের কারণে ঐ সনেটের দাবীও আলাদা হয়ে যেতে পারতো। এভাবেই আজকে তো আমার পক্ষে ওটা সম্ভব নয় যে, এটা খুব স্বাভাবিকভাবে এসেছে। বাংলা কবিতার আরেকটা বিষয় হলো বাংলা কবিতা মজা করতে পারে না। বিষয় নিয়ে আর কি, আমরা প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে চিন্তা করি যে মজা করলে বোধ হয় জিনিসটা বুঝি হালকা হয়ে গেল। আপনি দেখতে পারেন আমার এই কবিতাও একটা মজা । যদিও এতে একটা মানসিক মজা খোঁজা কষ্টকর ।

আরও একটি বিষয় আমাকে নিউ ইয়র্কে একজন বলেছিলেন, জীবনানন্দ দাস আসলেই বনলতা সেন বলে কাউকে চিনতেন কি না। তো একজন বের করেছে, জীবনানন্দ দাস একদিন দার্জিলিং যাচ্ছিলেন, সেখানে নাকি নাটোর থেকে কে মহিলা উঠেছিলেন । তার নাম না কি বনলতা সেন। সে নাকি ছিল বিধবা । তার চোখ দেখে নাকি জীবনানন্দ দাস বনলতা সেন কবিতা লিখেছিলেন এটা একটা গল্প হতে পারতো। কবিতা কারো চোখ দেখে মানে চোখের দিকে তাকিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে । এবং এটা ছাপাও হয়েছে ।

মানসীঃ এবং এ কথাটা লেখা হয়েছে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে তা ।

প্রশান্ত ঃ স্যার ব্যাপারটাকে আপনি এভাবে ভাবতে পারেন যে, জীবনানন্দ যখন বনলতা সেন লেখেন তখন তার বয়স ত্রিশের কোঠায়, আর বনলতা তখন বিধবা । এখানে একটা বয়সের বিরাট ব্যবধান রয়েই যায় । একটা বিরাট টাইম গ্যাপের ব্যাপার ।

রফিক ঃ আমি বলতে পারি আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন বা জীবনানন্দের বনলতা সেন একই ব্যাপার। অনেকেই বলেন জীবনানন্দের ওপর এর প্রভাব রয়েছে । আসলে বিষয়টি তা নয় । আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি এবং উপন্যাস কোথায় কি কি আলাদা সেগুলো রবীন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গিয়েছেন উজ্জয়িনীর পথে । দুজনের ভাবনার ভিন্নতা আমি দুভাবেই দেখিয়েছি । এবং আমি এটা মনে করি জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথ থেকে উঠে আসা একজন কবি । ওকে নিয়ে শুধু শুধু বিদেশী কবির প্রভাব , বিদেশী লেখার প্রভাব ইত্যাদি বলার কোন কারণ নেই।

মানসী ঃ আপনার 'খোলা কবিতা'র কবিতাগুলি শিল্পের দাবি পুরণ করে কতটুকু কবিতা হয়ে উঠেছে যদিও আমরা জানি সেটি একটি বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছিলো ।

রফিক ঃ শোনেন, এটাতে একটা মজা আছে। আমি মনে করি যে, একজন কবি সে সব সময়েই একই জায়গায় বসে শুধু কবিতা লেখার চেষ্টা করবে এটার কোন অর্থ নেই । আমি মনেকরি যে, আমি কবিতা লিখি সুতরাং আমি অনেক কিছু লিখবো । তার মধ্যেকিছু কিছু লেখা হবে, কিছু কিছু হবে না। সব মিলিয়ে আমি । এবং কবিতা মানে এই নয় যে কিছু কাব্যিক বিষয় আছে আমি সে বিষয়গুলিতে ঘুরেই কবিতা লিখবো ।
কবিতায় একটা তোমাকে সর্বভূক আবেদন অর্জন করতে হবে । তা না হলে কবিতার মূল্য কমে যেতে বাধ্য এবং অনেক কবিতা আমি যেটা লিখেছি আমি যে তা ভেবে লিখেছি সেটা কিন্তু নয় । মানে আমি বলতে চাচ্ছি, খোলা কবিতা আমি যখন লিখেছি তখন আমাদের অর্থাৎ মানুষের চাপ ছিলো । এবং আমাকে যখন আর্মিরা ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে গেলো, এ কথাটা আমার বন্ধু আখতাজ্জমান আমাকে বলেছে, সেটা হলো ঐ চাপ। এবং কথাটা সত্যি । কারণ আমরা প্রত্যেকেই এ কথাটা লিখতে শু করলাম, যখন আমরা কেবল ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে যেতে শু করলাম তখন থেকে আমরা দেখলাম আমাদের মাথার ওপর মিলিটারী শাসন । আমাদের ষাটের দশকে, মানে আমাকে আপনি জানেন না নিশ্চয়ই। এর মানে আমার কোন ছাত্র জীবন নেই। আমি কোনদিন আমার ঘরে ঘুমাতে পারিনি। আমি হয় জেলে ঘুমিয়েছি, তা না হলে পালিয়েছি। আমার যখন গোঁফ ওঠেনি, হাফপ্যান্ট পরা তখন আমাকে মার্শাল'ল ধরে নিয়ে গেছে । এবং আমার দশ বছর সশ্রম কারাদন্ডহয়েছে ।

মানসী ঃ দশ বছর ?

রফিক ঃ হ্যাঁ, একটা রাজনৈতিক কারণে আমি ছাড়া পেয়ে গেছি। এবং এ ব্যাপারটি পত্র-পত্রিকাতেও উঠেছিল ।

শরীফ ঃ হ্যাঁ, তখন ওরা কল করেছিল। বিদেশ থেকে প্রকাশিত অনেক পত্রিকাতেও সে বিষয় নিয়ে অনেক লেখা লেখি হয়েছে । আপনি তখনকার পত্রিকাগুলো পড়লে দেখবেন । আমিই সেই প্রথম ছাত্র যার মার্শাল'ল কোর্টে বিচার হয়েছে এবং আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। যাগগে তারপর এতো কষ্ট করে যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করলাম, যুদ্ধ করলাম, জেলে থাকলাম, কোন জীবন নেই। এইতো জীবন। দেশ স্বাধীন হলো। কিছুটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ পাওয়া গেল । তারপরই এসে ওরা হাজির হলো, এই ক্ষোভ থেকেই আমি .....

আমার কাছে মনে হয়েছে, আপনি হয়ত লক্ষ্য করে দেখবেন যে, হয়ত ওটা সাময়িক বলা হয়েছে আসলে এটা মধ্যবিত্তেরই । আমাদের এই মধ্যবিত্তের মূল্য বোধ আমাদের মধ্যে পুষতে পুষতে এমন এমন জায়গায় গেছে যে, আমরা বার বার এগুলোকে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছি । বুঝতে পাচ্ছেন ? এই কবিতাটার আরো একটা মজার ব্যাপার আছে যে, আমি যখন কবিতাটা লিখেছিলাম তখন কিন্তু আমি এর কোনো শিল্পগুণ চিন্তা করে লিখিনি । আমি আমার প্রধানত ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য লিখেছি । এবং আপনাদের অন বাবু (পশ্চিম বঙ্গের অণ সেন) যখন সেটা বের করলো তখন আমি ভেবেছিলাম যে খোলা কবিতা থেকে উনি হয়তো কোন কবিতা নেবেন না । কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে উনি খোলা কবিতাটা পছন্দ করলেন । এবং .....

শামীমঃ কে ?

রফিক ঃ অন সেন। বললেন যে এর কবিতাটায় একটা আলাদা বিষয় আছে । আমি যখন আমেরিকায় গেলাম, আমেরিকায় যখন আমার কবিতা অনুবাদ হওয়া শু করলো । দেখলাম তারাও ঐ কবিতাটা পছন্দ করছে । আমি একটু অবাক হলাম। বললাম কি ব্যাপার ? বললো এটার একটা বিশেষ মূল্য আছে। It has same extra value কবিতার সব সময় নান্দনিক মূল্য থাকতে হবে তার তো অর্থ

নেই । হ্যাঁ কবিতা বিভিন্ন রকমের । আমরা বোধয় জিনিসটা ভুলে যাচ্ছি। আমরা মনে করি কবিতার কাজ শুধু কবিতা হয়ে ওঠা । যখন একটা গোলাপ ফুল সে সব সময় ভাবে যে আমি শুধু গোলাপ হয়ে ফুটবো তাহলে তার অবস্থাটা কি হবে ?

শরীফ ঃ তাতো বটেই ।

মানসী ঃ শুধু গোলাপ .....

রফিকঃ গোলাপের তো ঝরে পড়া ছাড়া কোনো উপায় নেই । আর তা ছাড়া আমাকে বহু কিছু করতে হবে। আমাকে বহু জায়গায় হ াঁটতে হবে বহু জায়গায় হাত পাততে হবে সব জায়গা থেকে নিয়ে কিছু একটা দাঁড়াবে বলে আমি মনে করি । কবিকে হতে হয় সর্বভুক্ত । তা নাহলে আজকে যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে আজকে মিডিয়ার চাপ, অমুকের চাপ, তমুকের চাপ, এর ভিতরে কবিতাকে তো টিকে থাকতে হবে।

শামীম ঃ আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাইছি । কিছুদিন আগে সেলিম আল দীনের সাথে আপনার কথোপকথন পড়লাম 'ভোরের কাগজে' । আপনি বলেছেন, এ মূহূর্তে হয়ত প্রয়োজন ফুরিয়েছে কবিতার ।

শরীফ ঃ রফিক ভাই নয় । এটা সেলিম আল দীন বলেছেন ।

শামীমঃ আবার হয়ত কবিতার প্রয়োজনীয়তা ফিরে আসতে পারে । তো বিষয়টাকে কিভাবে মূল্যায়িত করবেন ।

রফিক ঃ না আসলে কবিতা ফুরিয়েছে এ ধরনের কোন কথা হয়নি । সেলিম যে ধরনের কথা বলতে চেষ্টা করেছেন সেটা হলো যে এইযে নতুন সময় আসছে, আমি সেলিমের কথা বুঝেছি। সেলিম বলতে চেয়েছে যে সমস্ত শিল্প সাহিত্যই তার আঙ্গিক পরিবর্তন করে দেবে । এবং সেলিমের একটা ধারনা ছিলো যে, কিভাবে সে পরিবর্তন হতে পারে । সেখানে আমি বলতে চেষ্টা করেছি পরিবর্তন হবে কিন্তু কিভাবে হবে এটা বলে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । কিভাবে এ পরিবর্তন এ সংকট মুখোমুখি হবে তার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্বস্থ করে নেবে সেটা তখনকার শিল্পীরা বা লেখকরাই তার সমস্যা সমাধান করবে। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে, পরিবর্তন হতে হবে । তবে দেখা যাক সেটা কিভাবে হয়। হতেও পারে যে কবিতায় এ চেহারা থাকবেনা । হতেও পারে যে লোক কবিতা বলতে তখন অন্য জিনিস বুঝবে । এমনো হতে পারে যে, বুঝবেনা । কিন্তু কবিতা থাকবে । এমনো হতে পারে যে কবিতা বলতে আমরা যে বিরাট প্রভাব বলে মনে করতাম সে প্রভাব থাকবেনা । এবং কবিতার সে অবস্থাকে লেখকরা মেনে নেবে। এটা একটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকার ব্যাপার ।

শামীম ঃ আপনিতো আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বার গেলেন পৃথিবীর জীবতি সাহিত্যিকদের সাথে কবিতা ও অনান্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছে । তো বিশ্ব কবিতার প্রেক্ষাপটে বাংলা

কবিতার অবস্থান এখন কোন পর্যায়ে আছে বলে আপনার মনে হলো ?

রফিক ঃ এসব বলা খুব মুশকিল । আমি যতই পড়িনা কেন বিশ্ব কবিতার ধারনা ওটা আমারই ধারনা । আমি একটা জিনিস বুঝি, যে কবিতার একটি আঞ্চলিক ব্যাপার আছে । যে বাংলা কবিতার একটি বিষয় আমি যতটা বুঝবো এটা একটা ইউরোপীয়ানদের কাছে বে াঝা মারাত্মক রকম অসম্ভব । সেটার মূল একটা কারন হচ্ছে যে, সাংস্কৃতিক এত দুরত্ব, এটা বোঝা খুবই মুশকিল । সেটা তাদের জন্য বোঝা সহজ হয় একটা লিটারেরী মাইন্ড থাকার কারনে । আমাদের এখানের কবিতা ওদের বোঝানো যত সহজ তেমন ভাবে এদের কবিতা এখানে বোঝানো সেভাবে সম্ভব নয় । তার কারণ হচ্ছে সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় দিক। যেমন আমাদের এখানের কবিতায় আ মি একটা পদ ব্যবহার করলাম 'পিদিম' তো মরে গেলেও ঐ ইউরোপীয়ানদের কাছে এ পিদিমের মর্ম বোঝানো যাবেনা। আমি বললাম 'খাল' ও যতোই বলুক ক্যানাল আমার খালের যে রূপ ও তা বুঝবেনা । যে ইংল্যান্ডের থেমস এর পারে মানুষরা রয়েছে তারা আমার পদ্মা নদীর ব্যাপার স্যাপার বুঝবেইনা । সুতরাং আমি মনে করি কবিতার একটা বিশ্ব জনীন ইয়ে আছে । কিন্তু তারপরেও কবিতা কিন্তু প্রচন্ডএকটা জায়গার ব্যাপার সুতরাং এটা ঠিকনা, যে কবিতার অমুক হলো তমুক হলো সেজন্যই এটা দাবি করাও ঠিকনা যে এদেরট

াই বড়কাজ । আমাদের গুলো সেতুলনা উল্লেখ যোগ্যই না , এটা ঠিকনা । আমরা লিখছি । কখনো ভালো লেখা হচ্ছে কখনো খারাপ লেখা হচ্ছে । ওদেরও তাই ।

শরীফ ঃ বিষয়টি যে এমন হতে পারে যে Form and Content এর ব্যাপারে ওরা আমাদের চেয়ে এ্যাডভান্স ।

রফিক ঃ এ্যাডভান্স বলে কোনো জিনিস নেই ।

শরীফ ঃ এ্যাডভান্স বলতে আমি বলতে চাচ্ছি .....

রফিক ঃ সাহিত্যে এর কোন মাপ নেই । এবং আমি তোমাকে বলি কেন, যে ইউরোপীয়ানদের একটা ফর্মের ধারণা আছে । তাদের যে ঐতিহ্য তাদের যে স্বকীয়তা আমি যে সনেটের কথা বলেছিলাম সেটিও কারণ হচ্ছে ইটালীতে এক ধরনের লোক সঙ্গীত ছিলো 'সনাটা' সেইটাকে তারা সনেটে রূপান্তরিত করেছে। এখন যদি আমি আমার ভাটিয়ালীকে নিয়ে এসে কবিতায় একটি ফর্ম তৈরি করি তাহলে কোন ফর্ম এগিয়ে এর কোন বিচার নেই । বিচারটা হচ্ছে বৈচিত্র্যের বিচার। হ্যাঁ ওদের ও বৈচিত্র্য আছে কিন্তু আমাদেরও আছে । আমি একটা জায়গায় বলতে গিয়ে বলতে চেয়েছিলাম যে আমরা ইউরোপীয় হওয়ার সাধনায় আমাদের অনেক ক্ষতি করেছি । অনেক সময় নিজেদের প্রায় ভুলতেই বসেছি । আসলে পৃথিবীতে জায়গা করাই হচ্ছে .... যেমন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বের হওয়ার পর পৃথিবীতে এতো সাড়া পড়লো কেন সে বিষয়ে আমরা ভাবিনা । আমরা ভাবি রবীন্দ্রনাথকে পড়ে তারা তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে । ব্যাপারটা তা নয় । এই রবীন্দ্রনাথই খোদ ইউরোপে যতটা না সাড়া যুগিয়েছে আমি ইউরোপ বলতে ইংল্যান্ডফ্রান্স যতটা না তার থেকে বেশি পড়েছে স্পেনে । তার কারণ হলো ভ্যালেরি এবং অন্যান্যরা । যারা অনেক প্রভাব ফেলেছিলো ইউরোপীয় সাহিত্যে, তাদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা একটা লোক চাচ্ছিলো যার কবিতাকে আশ্রয় করে তারা এগুতে পারে । এবং তারা গীতাঞ্জলি পেলো এবং ভাবলো যে অন্য ভাবেও তো কবিতা লেখা যায় এবং সে জন্য দেখবে যে স্প্যানীশরা পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের যে মুগ্ধতা, যার প্রভাব তাদের ওপর পড়েছে । এবং স্পেন গেলে তুমি দেখবে যে আরবের গান সংস্কৃতি এর একটা মারাত্মক ধারনা ওদের জীবনের ওপর পড়েছে । ওরা ওদের মতো করে ইউরোপের যে মূল কবিতার ধারা তার বাইরে একটা কবিতার ধারা তৈরী করার চেষ্টা করেছে । আরেকটা জিনিস, একটা মজা রয়েছে । আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে, আমাদের যে সাংস্কৃতিক দিকটা রয়েছে তা নিয়ে আমাদের অনেক মজার ব্যাপার রয়েছে। যেমন ধর আজকে ভারতীয় সঙ্গীত । ভারতীয় সঙ্গীত কিন্তু পৃথিবীতে তার জায়গা ঠিকই করে নিয়েছে । আমরা কিন্তু ভাবি না এটা কেন হল । আমরা শুধু ভাবি একজন রবীন্দ্রনাথ একজন আলী আকবর ই কান্ডটা করেছে । কারণটা তা নয়। কিন্তু কারণটা হচ্ছে আমাদের ভারতের জীবনের সমস্ত আশা আকাংখাগুলো এ সঙ্গীতের মধ্যে ধরা পড়েছে । কিন্তু আমাদের সাহিত্যে সেটা পড়েনি। পড়েনি বলেই আমাদের সাহিত্যের যে স্বাতন্ত্র্য যে মহিমা অর্জন করার ছিলো তা আমরা করিনি। করিনি বলেই সে জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারিনি। আমি আমাকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর হতে পারবোনা । আমি আমার কথা লিখেই ঐ মানে পৌঁছাতে পারবো । আমি ইউরোপীয়ানদের মতো লিখে পৃথিবীর হতে পারবোনা । যখন তারা দেখবে আরে ! এওতো এক চূড়ান্ত বিস্ময় । এটাতো আমরা এভাবে চিন্তা করিনি !

শামীম ঃ এখন কথাটা হচ্ছে আমি আমার মহিমায় ঠিক থাকবো তারপর বিশ্বের দ্বারে যাবো। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে বাংলা ভাষা সাহিত্য বিশ্বের দরবারে সেভাবে আলোচিত হচ্ছে না এর কারনেই কী আমাদের সাহিত্যের এমন দুর্বলতা ?

রফিক ঃ এটা বাংলা ভাষারও দুর্বলতা না । পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যর দুর্বলতা নয় । এটা হচ্ছে নিজেকে পৃথিবীর সামনে, নিয়ে যাওয়া । এর অনেকগুলি কারণ রয়েছে । একটা হচ্ছে বাংলা শিক্ষা, দুই বাংলা আলাদা হওয়া এবং এটা একটা বিষয়, পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এটাকে ঢাকায় বসে ভাবলে চলবেনা । আমি যদি আমেরিকার একজন লোক হতাম বা ইউরোপের একজন লোক হতাম তাহলে ভাবতাম ৪৭ এর আগে পাকিস্তান এবং ভারত । পাকিস্তান মানে উর্দু, ভারত মানে ইন্ডিয়া। তো বাংলা একটা কোন প্রদেশের ভাষা এই নিয়ে তো মানুষের মাথাব্যাথা হওয়ার কথা না । এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশের লোকজন ভাবছে যে এটা একটা দেশ । আমি যখন আমেরিকাতে গেলাম তখন আমি বললাম আমরা ভাষার জন্যে জীবন দিয়েছি মুক্তিযুদ্ধ করেছি । তখন ওরা বললেন এ্যাঁ ! একথাটা তোমরা বেশি বেশি বলছো । কারণ ওদের ধারণা, ভাষার জন্য যে ধরনের ইয়ে রয়েছে সেরকম আর কারো নেই। আমি যখন পাকিস্তানে ছিলাম তখন পাকিস্তানে কোন লোক বাইরে গিয়ে বলবেনা যে আমর দেশের লোক বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে । তো আমরা তো জিনিসটাকে হারিয়ে ফেলেছি। সেটাকে তুমি রাজনীতি বলতে পারো, সংস্কৃতি

বলতে পারো সেটাতো একটা ব্যাপার ঘটে গেছে । কিন্তু এক, দ্বিতীয় ব্যাপারটা বললাম যে সাংস্কৃতিক দিকটা সেটাও তো একটা ব্যপক ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছে । মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপারটা একটু কম । কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপারটা অন্য রকম । যেমন তাদের বিভিন্ন আচ ার আচরণ নানান দিক এগুলো একজন বিদেশীর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় । কিন্তু এগুলো তো আমাদের জীবনেরই অংশ দিয়েই অর্জন হয় । যদি বর্জন করতাম, যদি ছুঁৎমার্গী- এর হতাম তাহলে এটা কি হতো ? আমরা বেঁচে থাকার জন্য কি করি ? আমরা সবকিছু গ্রহণ করি। আমরা কাদা দেখলে তার ভেতরে পা দিই- । মাটিতে পা রাখি, আমরা জল দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ি, আমার লেখার ব্যাপারে ত াই করতে হবে । জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমাকে গ্রহণ করতে হবে । সুতরাং আমাকে গ্রহণের ভেতর দিয়েই বেঁচে থাকতে হবে । আমি পারলে এখনো অমিয় চক্রবর্তীর দুটো লাইন, যদি আমার ভালো লাগে আমি ওখান থেকে নেবার চেষ্টা করি ।

মানসী ঃ সাহিত্য আলোচনা উঠলেই তিরিশ-এর পঞ্চপান্ডবের প্রসঙ্গ আসে । এবং প্রায়ই অবারিতভাবে বলা হয় সাম্প্রতিক কবিতার টোটালিটি এখনো তিরিশ আধুনিকতাকে অতিক্রম করতে পারেনি । এই যে ধারণা এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি ।

রফিক ঃ এটা এজন্যেই হয়, এ অবস্থা খুবই দুঃখজনক । দেখি কবিতা আলোচনা করতে বসলেই শু হয় তিরিশ থেকে । এখন বলতে হয় এই ভাষায় বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেনি? এই ভাষায় চন্ডিদাসের মতো মহৎ কবি জন্ম গ্রহন করেনি ? এই ভাষায় অলাওল কবিতা লেখেনি ? এই ভাষায় মাইকেলের মতো বড় কবি ছিলেন না ? রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না ? এটা আমাদের প্রচন্ড রকম হীনতা । এবং তাতে হচ্ছে কী? আমরা কোনো কবিকেই মূল্যয়ন করছিনা । এবং যে কবি সে নিজেকে ছোট করতে করতে এমন অবস্থায় নিয়ে গেছে যে শেষ পর্যন্ত তার ভেতরে আর কিছুই থাকছেনা । বরং আমি মনে করি যে আমাদের যে পুরানো
বিষয় রয়েছে তাতে ফিরে গিয়ে আমাকে নির্মাণ করতে হবে । এবং তাতে আমাকে মনে রাখতে হবে যে আমাকে সবকিছু নিয়ে উঠে অ াসতে হবে । আমি তিরিশের কবিতাকে অস্বীকার করিনা । তাদের অবদানের কথা আমি স্বীকার করি । কিন্তু তিরিশের কবিরা কবিতার ক্ষেত্রে কিছু গোলযোগও তৈরী করে দিয়ে গেছেন । যেটা সম্পর্কে আমাদের সামনের অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের সাবধান হওয়া উচিত ।